দৈনিক ইত্তেফাক

041

তারিখ ... 16 OCT 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

16 OCT 1988

৩৩

নকল বাংলা অভিধান

প্রকাশ, পুলিশ সম্প্রতি বাংলা-বাজারে হানা দিয়া প্রচুর নকল অভিধান উদ্ধার করিয়াছেন এবং এ ব্যাপারে এক ব্যক্তিকে গ্রেফ-তারও করিয়াছেন। নকল ও ভেজালে আজকাল বাজার ছাইয়া গিয়াছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হয়তো ভাবিয়াছিলেন, অভি-ধানইবা বাদ পড়িবে কেন? ফলে একটি আস্ত নকল অভিধান বাজারজাত করিবার মতলব তাঁহারা আঁটিয়াছিলেন। মাঝ-খানে বাদ সাধিয়াছেন পুলিশ। কিন্তু আমাদের জানামতে ব্যব-সায়টা নূতন নয়। দেশের কিংবা বিদেশের বিশেষতঃ প্রতিবেশী একটি দেশের বইপত্র কখনো অনু-মতির নামে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতেই ছাপা-ইয়া বাজারজাত করার ফন্দি-ফিকির সেই পাকিস্তান আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। স্বাধীনতার পর কারচুপি মার্কা এই ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বহুগুণ। প্রতিবেশী দেশের নামী-দামী লেখকের নামী-দামী বইতো প্রায় অবাধে এই দেশে আমদানী হইতেছে। আবার একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ওই দেশের অনেক বইপুস্তক নিউজপ্রিন্টে ছাপাইয়া সস্তায় বাজারে ছাড়িতেছেন। শুধু তাই নয়, অশ্লীল ও যৌন আবেদনপূর্ণ বইপত্র, চলচ্চিত্রের ভিডিও ক্যাসেট, কখনো অবাধ আমদানীর নামে আবার কখনো অভিধানের মতই নকল করিয়া হর-হামেশা আমাদের দেশের বাজারে ছাড়া হইতেছে। ইহাতে একদিকে যেমন দেশের যুব সমা-জের চরিত্র বিনষ্ট করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে, তেমনি অন্যদিকে এদেশের কবি-সাহিত্যিকদের ভাত মারার ব্যবস্থাও হইতেছে। তাঁহারা নিজেদের বইপত্র প্রকাশ করিতে পারেন না। যাওবা প্রকাশ পায়, বাজার পায় না। গোটা পুস্তকের বাজার জুড়িয়া কলিকাতার বই-পত্রের প্রচারণার দাপট। এভাবেই আগ্রাসন চলিতেছে জাতীয় সাহিত্য, শিক্ষা, প্রকাশনা ও শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনে।

দুঃখের বিষয়, এই ধরনের আগ্রাসনের সমর্থনেও কোন কোন মহল আগাইয়া আসেন এই বলিয়া যে, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃ-তির অঙ্গনে প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর অচল। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত আমাদের দেশে বইপত্রের ক্ষেত্রে আসলে মুক্তদ্বার নীতিই অনুসৃত হইত। কিন্তু সেই নীতি আমাদের দেশের সাহিত্য ও প্রকাশনা শিল্প গড়িয়া তোলার সহায়ক হয় নাই। পর-বর্তীতে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ হইবার পরই আমাদের দেশেও উন্নতমানের সাহিত্য ও প্রকাশনার বিকাশ ঘটিতে শুরু করে। কবি-সাহিত্যিকেরাও নব নব সৃষ্টি শিল্পে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ-প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন। সিনেমা শিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা একই ফলাফল লক্ষ্য করি। শিল্প-সাহিত্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের কারবার নয় ঠিকই; কিন্তু বিকাশ-মুখী শিল্প-সাহিত্য ও প্রকাশনাকে স্বীয় পায়ে দাঁড়াইবার সুযোগ না দিলে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা সেই শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া উঠে। দেখা যায়, বর্তমানে ব্যবসা-বাণি-জ্যের বেলাতেও যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সং-রক্ষণবাদের নীতিকে ধরিয়া রাখিতে হইতেছে, প্রবর্তন করিতে হইতেছে কোটা ব্যবস্থার। বলা অনাবশ্যক যে, এই সবই করা হইতেছে অবাধ বাণিজ্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য সফল করার মানসে। তাই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষেও একতরফা কোন ব্যবস্থা চালু রাখা কল্যাণকর হইতে পারে না। নকল-ভেজালের বেলায় তো নয়ই। শিল্প-সাহিত্যে, শিক্ষায় ও প্রকাশনায় স্বাবলম্বী হওয়ার স্বার্থেই এ বিষয়ে আমা-দের সুষ্ঠু নীতি প্রণীত ও চালু হওয়া আবশ্যক।

বিদেশের ভাল ভাল বইপত্র আমাদের দেশে অবশ্যই আসিবে কিন্তু বহু আগেই পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এক্ষেত্রেও এক-তরফা কারবার চলিতে পারে না। আমরা যে পরিমাণ বইপত্র বা শিল্প-সামগ্রী যে দেশ হইতে আমদানী করিব, আমাদের দেশ হইতেও সেই পরিমাণ বইপত্র, শিল্প-কারুকাজও সেই দেশে রফতানী হইতে হইবে। শুধু এই পথে এবং এই শর্তেই পার-স্পরিক লেনদেন চলিতে পারে। সার্ক সহযোগিতা চেতনার লক্ষ্যও তাই। এই চেতনাকে বিকশিত করিতে হইবে পারস্পরিক জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখার মাধ্যমে। শুধু একতরফা আম-দানী বা একতরফা রফতানী বলিতে গেলে বাণিজ্যিক আগ্রা-সনেরই পরিচায়ক। ইহা কাহারো কাম্য নয়। বই-পুস্তকের বাজা-রেও নকলবাজির যে ব্যাপক আগ্রাসন চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। সেভেন-ও-ক্লক ব্লেড বা ঔষধের নকলবাজির বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তেমনি বই-পুস্তকের চোরাচালান, অবাধে মার্কেট দখল এবং ঝাঁকে ঝাঁকে ছাপানো, বিশেষতঃ নকলের বিরুদ্ধেও দেশের স্বার্থে, দেশের প্রকাশনা শিল্পের স্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বাংলা-বাজারে নকল অভিধানের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান স্রেফ এখানেই শেষ হইবে না বলিয়া আমাদের প্রত্যাশা।